ধর্ষিত ছাত্রীকে স্কুল থেকে বের করে দেন প্রধান শিক্ষিকা

মুন্সীগঞ্জ ও লৌহজং প্রতিনিধি
১৪ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৩ জুলাই ২০১৯ ২৩:৩০

একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হলেন সেই স্কুলের সব শিক্ষার্থীর অভিভাবক। তাদের বিপদে-আপদে তারই প্রথমে এগিয়ে আসার কথা। বিশেষ করে কোনো শিক্ষার্থী যদি ধর্ষণ কিংবা যৌন হয়রানির শিকার হয়, তবে অভিভাবক হিসেবে তার পাশে আগে দাঁড়াবেন তিনি, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় এর বিপরীতটাই ঘটেছে। উপজেলার মেদিনীম-ল ইউনিয়নের উত্তর যশলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

ওঠে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর গত ৮ জুলাই স্কুল থেকে ছাত্রীটিকে শুধু বের করেই দেননি প্রধান শিক্ষিকা শামিমা আক্তার, মাকে ডেকে মেয়েকে স্কুলে পাঠাতেও নিষেধ করেন তিনি। এ ব্যাপারে লৌহজং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খাঁনের কাছে অভিযোগ গেছে। ইউএনও আজ (রবিবার) ওই শিক্ষিকাকে তার দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অভিযোগ সূত্রমতে, মেয়েটিকে গত ২৪ জুন ধর্ষণ করা হয়। গত শুক্রবার (১২ জুলাই) বিকালে তার মা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণ ও ধর্ষণের আলামত নষ্টের অভিযোগে তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন লৌহজং থানায়। আসামিরা হলেনÑ আলাউদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম্য সালিশদার খলিলুর রহমান শেখ ও করিম ছৈয়াল। পুলিশ রাতেই আলাউদ্দিন হাওলাদার ও খলিলুর রহমান শেখকে গ্রেপ্তার করে।

মূল অভিযুক্ত আলাউদ্দিন হাওলাদার উপজেলার উত্তর যশলদিয়া (শিমুলতলা) গ্রামের মৃত রমজান হাওলাদারের ছেলে। একই গ্রামের মৃত ওয়াহেদ আলী শেখের ছেলে সালিশদার খলিলুর রহমান শেখ।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২৪ জুন সকাল সাড়ে ১০টার সময় মেয়েটি নিজের বাড়ি থেকে পাটক্ষেতের পাশ দিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে যাচ্ছিল। এ সময় আলাউদ্দিন হাওলাদতার মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। পরে ভয়-ভীতি দেখিয়ে ঘটনা কাউকে বলতে মেয়েটিকে নিষেধ করেন। পরে মেয়েটি বাড়ি ফিরে ঘটনা তার মাকে জানায়। মা এ ব্যাপারে বিচার চান সালিশদার খলিলুর রহমান শেখ ও করিম ছৈয়ালের কাছে। ও দুই ব্যক্তি আপস মীমাংসার কথা বলে সময়ক্ষেপণ ও আলামত নষ্ট করেন। একইসঙ্গে বিষয়টি থানা পুলিশ বা অন্য কাউকে জানাতে নিষেধও করেন। পরে বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে মেয়ের মা থানায় মামলা দেন।

মেয়েটির মায়ের অভিযোগ, ধর্ষণের ঘটনা জানাজানি হওয়ায় উত্তর যশলদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শামিমা আক্তার গত ৮ জুলাই শিশুটিকে ক্লাসরুম থেকে বের করে দেন। পরে মাকে ডেকে নিয়ে তার মেয়েকে ওই বিদ্যালয়ে পড়ানো সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। তবে মেয়েটি মাদ্রাসায় পড়লে টিসি দেবেন বলে আশ^◌□স দেন ওই শিক্ষিকা।

advertisement

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা শামিমা আক্তার বলেন, আমি তাকে স্কুল থেকে বের করে দেইনি; বরং তাকে কয়েকদিন পরে আসতে বলেছি। আমি জানতে পেরেছি শিক্ষার্থীর মা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসে ডাকা হয়েছে।

লৌহজং থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মো. আলমগীর হোসাইন জানান, পৃথকভাবে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় তাদের মুন্সীগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়। এ ছাড়া মেয়েটিকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে ইউএনও মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খাঁন জানান, অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিশুটির ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, সেটা জানার পর উত্তর যশলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রে প্রধান শিক্ষিকা প্রশাসনকে জানাননি। উল্টো অসহায় মেয়েটিকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। তার উচিত ছিলÑ শিশুটির পাশে দাঁড়িয়ে বাদী হয়ে মামলা করা। ওই শিক্ষিকাকে ডাকা হয়েছে (রবিবার)। তার বক্তব্য শুনে এবং তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।